দ্বিতীয় অধ্যায়

পাঠক্রম বিকাশের নির্ণায়ক ভিত্তি
(Bases of Determinants of Curriculum Development)

■ সূচনা : ❑ পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তিভূমি ■ ভাববাদী দর্শন ও পাঠক্রম ● ভাববাদী শিক্ষা মতাদর্শের প্রধান লক্ষ্যসমূহ ● ভাববাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম ● নান্দনিক বিদ্যা ● ভাববাদী মতাদর্শে শিক্ষক ● ভাববাদী শিক্ষা পদ্ধতি ■ প্রকৃতিবাদী দর্শন ও পাঠক্রম ● প্রকৃতিবাদী দর্শনের মুখ্য বক্তব্য ● প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনের মুল বক্তব্য ● প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য ● প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম ● প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার পদ্ধতি ● প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শে শিক্ষক ■ বস্তুবাদী দর্শন ও পাঠক্রম ● বস্তুবাদী দর্শনের মুখ্য বক্তব্য ● বস্তুবাদী শিক্ষাদর্শন ● বস্তুবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য ● বস্তুবাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম ● বস্তুবাদ ও শিক্ষা পদ্ধতি ● বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা ■ মার্কসবাদী দর্শন ও পাঠক্রম ● মার্কসবাদী দর্শনের মুলতত্ত্ব ● মার্কসীয় শিক্ষাদর্শন ● মার্কসবাদী শিক্ষার উদ্দেশ্য ● মার্কসবাদী দর্শন ও পাঠক্রম ● মার্কসীয় শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতি ■ প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম ● প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন ● প্রয়োগবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য ● প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম ● প্রয়োগবাদী পাঠক্রম এবং পদ্ধতি ● প্রয়োগবাদী পাঠক্রম ও শিক্ষক ❑ পাঠক্রম বিকাশের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ● প্রজ্ঞা-বিকাশমূলক তত্ত্ব ● শিখন তত্ত্ব ও পাঠক্রম ● প্রেষণা ও পাঠক্রম ● পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ● পাঠক্রম মূল্যায়ন ❑ পাঠক্রমের বিকাশের সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি ● পাঠক্রমের সামাজিক উপাদান ● পাঠক্রমের বিষয়বস্তু ● পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের সমস্যা।

শিক্ষার যোগ্যতম বাহন হল পাঠক্রম বা Curriculum। জ্ঞান, অনুভূতি, কর্ম অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যার্থী ও সমাজের চাহিদাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পাঠক্রম। পাঠক্রম রচনাকারীকে লক্ষ রাখতে হবে যেন পাঠক্রমটি সমাজের চাহিদা ও শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারে। আবার, সেটি জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক হয়েও উঠতে পারে।

সমাজের চাহিদা, শিশুর চাহিদা ও জীবন দর্শনের প্রতিফলন যদি পাঠক্রমের মাধ্যমে বিকশিত ও প্রকাশিত করতে হয়, তাহলে শিক্ষার পাঠক্রম অবশ্যই দর্শন, মনস্তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি নীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে রচনা করতে হবে। অন্য কথায়, শিশুর সামাজিক অবস্থান, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তার জ্ঞানের প্রকৃতির আলোকে পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হলে তার ভিত্তিরূপে দার্শনিক, মনোবৈজ্ঞানিক

ও সামাজিক দিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলি শিক্ষার ও পাঠক্রমের মতাদর্শগত ভিত্তি।

আধুনিক কালে **রুশো, পেস্তালাৎসি, মন্তেসরি, হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল, ডিউই, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজি, বিবেকানন্দ** প্রমুখ শিক্ষা দার্শনিকগণের শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারা পাঠক্রম ধারণার মধ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রাচীন কঠোর অনুশাসন ভিত্তিক গতানুগতিক পাঠক্রমের পরিবর্তে সর্বাধুনিক পাঠক্রমে দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি তাত্ত্বিক ধারার সমন্বয় ঘটেছে। পাঠক্রম রচনাকালে এসকল ভিত্তি **লটন, টাইলার, তাবা, টার্নার প্রমুখ শিক্ষাবিদগণও** স্বীকার করেন। পাঠক্রমের এই ভিত্তিসমূহ আলোচনা করা হল।

পাঠক্রমের দার্শনিক ভিত্তিভূমি (Philosophical Foundations of Curriculum)

পাঠক্রমের সকল দিকই দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দর্শন দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাই **Wiles Bondi** (1979) বলেছেন—'At the heart of purposeful activity in curriculum development, is an educational philosophy that guides action.'

জন ডিউই এই দর্শনকে শিক্ষার সাধারণ তত্ত্ব রূপে বর্ণনা করেন। অধ্যাপক **টাইলার (R.W.Tyler)** দর্শনকে শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করে বলেন--'Screen for selecting educational objectives'।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে যেমন দার্শনিক মতাদর্শ অপরিহার্য, তেমনি পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দর্শন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শাখার জনক—বিশ্বজগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা প্রদান করে। তাই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা থেকে চর্চা—এই যে উত্তরণ প্রক্রিয়া, তা তো দর্শনেরই ফসল। দেশ-কাল-ব্যক্তি ভেদে নানান দার্শনিক মতাদর্শ শিক্ষার পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারা পাঠক্রমের অর্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, জ্ঞান ও পদ্ধতি নির্ধারণে পাঠক্রম প্রণেতাদের পথনির্দেশ করেছে।

কারিকুলাম প্রণেতাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের পাঠক্রম রচনাকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রধান প্রধান শিক্ষাদর্শনের নিরিখে পাঠক্রম বিকাশের ভিত্তি নীচে আলোচনা করা হল।

ভাববাদী দর্শন ও পাঠক্রম (Idealism & Curriculum) ঃ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে ভাববাদ বা Idealism সুপ্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ। ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে মানুষ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক ভাবমূলক সত্তার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই দর্শনে জড় জগৎ ছাড়াও আরও একটা জগৎ আছে যাকে ভাবজগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ বলা হয়। জড়জগৎ সদা পরিবর্তনশীল, কিন্তু ভাবজগৎ চিরন্তন। পাঠক্রম নির্মাণে ভাববাদী মতাদর্শের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও বৌদ্ধ শিক্ষায় ভাববাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের মধ্যে অবশ্যই প্লেটোর নাম অগ্রগণ্য। আধুনিক কালে **কান্ট, হেগেল** প্রমুখ ভববাদী দার্শনিকগণ পাঠক্রম রচনার দার্শনিক ভিত্তিভূমি প্রসারে নবদিগন্তের সূচনা করেন। জার্মান দার্শনিক হার্বাট ও ফ্রয়েবেলের শিক্ষাচিন্তায় ভাববাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার শিক্ষা ধারণা তাঁর ভাববাদী শিক্ষাদর্শ থেকেই উদ্ভূত।

ভাববাদী শিক্ষা মতাদর্শের প্রধান লক্ষ্যসমূহ ঃ

* শিক্ষা সত্যের অনুসন্ধান (The search for truth)।

* শিক্ষা হল আত্মোপলব্ধি (Self-realization)—মানুষ এক আধ্যাত্মিক সত্তা নিয়ে জন্মায়, আর শিক্ষার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রকৃত আত্মোপলব্ধি হয়। মানবসত্তার লক্ষ্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা।

* ঈশ্বর যেমন চিরন্তন সত্য, তেমনি জীবনের মূল্যবোধগুলি চিরন্তন সত্য।

* শিক্ষার লক্ষ্য চরিত্রের বিকাশ (Character development)।

* ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সত্তার প্রসার (Spiritual development of personality) ভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্য।

ভাববাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম (Philosophy of Idealism & Curriculum)ঃ

ভাববাদী ধারণা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক সত্তার তিন ধরনের ক্রিয়া আছে। যথা— (১) **নৈতিক** (Moral), (২) **বৌদ্ধিক** (Intellectual) এবং (৩) নান্দনিক

(Aesthetic)। মানুষের জীবনধারাও এই তিন রূপে প্রবাহিত হয়। এই তিন ধরনের ক্রিয়ার পেছনে আছে তিন ধরনের চাহিদা—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম। ভাববাদীদের মতানুযায়ী পাঠক্রমের সংগঠন হবে এই তিন দিকের সংযোগে।

তাই মানবিকী বিদ্যা, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে। ভাববাদী শিক্ষাদর্শন মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করে। মানবজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভাববাদের নির্দেশ—'বিদ্যালয়ে মানব অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করো।'

* ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে উদার ও সমন্বিত পাঠক্রমের কথা বলা হয়েছে। সনাতন, চিরন্তন মূল্যবোধ (eternal values)—সত্য, শিব ও সুন্দরের (truth, beauty and goodness) উপলব্ধিতে যেসব বিষয় সহায়তা করে ভাববাদী কারিকুলামে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

* পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যার তুলনায় মানবিকী বিদ্যা যথা—ভাষা, সাহিত্য, চারুকলা, শিল্পবিদ্যা ইত্যাদির প্রাধান্য বেশি দেওয়া হয়েছে। ভাববাদী পাঠক্রমে বিজ্ঞানকে তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তবে বিমূর্ত চিন্তার বিকাশের সোপানরূপে বিজ্ঞান চর্চাকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

নান্দনিক বিদ্যা (Aesthetics) ঃ

ভাববাদী পাঠক্রমে শিল্পকলা ও কবিতা চর্চার মাধ্যমেই নান্দনিক বিদ্যা বিকশিত করে তুলতে হবে। আর ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে।

মানবজাতির অভিজ্ঞতা, কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং গৌরব অবশ্যই পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বিদ্যার্থীর নৈতিক চেতনা বিকাশে কবিতা, শিল্পকলা, কালচার ও অনুশাসন নির্ভর ধর্মতত্ত্ব পাঠক্রমে স্থান পাবে।

মানবিক কার্যক্রম (Humanities) ঃ

সর্বাধুনিক ভাববাদী দার্শনিকগণ আরও নানা বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন। **Ross** মানবিক কার্যক্রমকে (human activity) দুটি ভাগে ভাগ করেন—

জৈবিক কার্যাবলি (Physical activites) ঃ

শারীরবিদ্যা, ব্যায়াম, চিকিৎসাশাস্ত্র, স্বাস্থ্যবিদ্যা ইত্যাদি কার্যক্রমক্ত্র

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম (Spiritiual activities) ঃ

ধর্মচর্চা, নান্দনিক বিদ্যা, নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলিক্ত্র

পাঠক্রমের শ্রেণিবিভাগ প্রসঙ্গে **পার্সি নান** বলেন, বিভিন্ন কার্যক্রম যথা—নীতিবিদ্যা, শিষ্টাচার, ধর্ম, দৈহিক চর্চা ইত্যাদি অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

সর্বোপরি, ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাপকাঠি মানসিক উপভোগের (mental appreciation), বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত দর্শকের।

ভাববাদী মতাদর্শে শিক্ষক (The teacher in idealism) ঃ

ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে শিক্ষক শিক্ষা প্রক্রিয়ার প্রাণ, মুখ্য উপাদান। শিক্ষক বিদ্যার্থীর মধ্যে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়ে তুলবেন।

বিদ্যার্থীর কাছে শিক্ষক অনুসরণযোগ্য রোল মডেল।

তিনি জ্ঞান-তপস্বী, সহায়ক, বন্ধু। বিদ্যার্থীর বিকাশের জন্য উপযুক্ত জ্ঞান সামগ্রী নির্বাচন করবেন। জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেবেন।

বিদ্যার্থীর অধ্যয়নে মনোনিবেশের জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।

ভাববাদী শিক্ষা পদ্ধতি (Idealistic Method) ঃ

এই দর্শনের অন্যতম পথ হল সংলাপ অর্থাৎ Dialectial বা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি—যা সক্রেটিস প্রবর্তন করেছিলেন। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে বিদ্যার্থী বিচার শক্তি অর্জন করে ভালো-মন্দ যাচাই করে নির্ভুল পথ নির্বাচন করবে। শিক্ষক একাজে বিদ্যার্থীকে সুষ্ঠু পরিচালনে সাহায্য করবেন। স্বজ্ঞা (intuition), চিন্তন (contemplation) এবং ধ্যান (meditation) দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার প্রকরণ।

⇨ প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাববাদী শিক্ষক নির্দেশনা দেবেন আর কর্ম এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবেন। কার্যক্রম অবশ্যই স্বাভাবিক, অবিচ্ছিন্ন এবং প্রগতিশীল হবে। সৃজনশীল হবে।

➲ আর একটি পদ্ধতি হল বক্তৃতার মাধ্যমে যে-কোনো বিষয় স্পষ্টভাবে, যুক্তিসম্মতভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষক উপস্থাপিত করবেন।

সর্বোপরি, শিক্ষক সত্য, শিব ও সুন্দরের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করবেন। শিক্ষাদান হবে সুচারু শিল্পকর্ম।

উপসংহার ঃ বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত নতুন ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভবের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়নি। ভাববাদের বিপরীতে বাস্তববাদের আবির্ভাব ঘটেছে। বাস্তববাদী দর্শন অনুসারে বস্তু বা দৃশ্যমান জগৎ পরম সত্য। আমাদের দেখা বা ভাবের উপর তা নির্ভর করে না।

এই বিশ্বজগৎ মানুষের ভাবনার দ্বারা সৃষ্ট নয়, যেমনটি ভাববাদীরা বলেন।

জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক—অর্থাৎ আমাদের চেতনা ও অস্তিত্ব নিরপেক্ষ। আমরা শুধু আবিষ্কার করছি।

এতদ্‌সত্ত্বেও পাঠক্রম রচনায় ভাববাদের সদর্থক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ভাববাদী চিন্তাধারা বিদ্যার্থীকে এক চিরন্তন নৈতিক আদর্শের পথ দেখায় ও ব্যক্তির চরিত্রগঠনে সাহায্য করে, যার ফল সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

প্রকৃতিবাদী দর্শন ও পাঠক্রম (Naturalism & Curriculum) ঃ

প্রকৃতিবাদ ভাববাদী তত্ত্বের বিপরীত মতবাদ। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা ও চরম কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ প্রকৃতিবাদী দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ। **রুশো, হবস, বেকন, হার্বার্ট স্পেনসার** প্রমুখ দার্শনিকেরা প্রকৃতিবাদের মুখ্য প্রবক্তা। প্রকৃতবাদী মতাদর্শে দর্শনশাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা ও বিচার করা হয়েছে।

প্রকৃতিবাদী দর্শনের মুখ্য বক্তব্য ঃ

* প্রকৃতবাদী দর্শনে প্রকৃতিই চরম সত্তা ও পরম সত্য। প্রাকৃতিক নিয়মই প্রকৃতির চালিকাশক্তি।

* প্রকৃতিবাদে প্রকৃতির অন্তরালে বা প্রকৃতির বাইরে সকল বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। **হকিং** এই মতের সমর্থক। **জয়েসের** মতে প্রকৃতি বহির্ভূত অতিপার্থিব বা আধ্যাত্মিক বস্তুর অস্তিত্ব নেই।

* প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী যথার্থ বাস্তব হল জড়শক্তি, আত্মা বা Spirit নয়। এই মতবাদে বস্তুগত স্তর থেকেই সত্যকে দেখা হয়। স্বভাবতই এই মতবাদে অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো কিছুই জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।

* প্রকৃতিবাদে প্রকৃতি থেকে ঈশ্বরকে আলাদা করা হয়েছে। মূল্যবিদ্যার মতো তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক শাখাকে প্রকৃতিবাদী দর্শনে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। প্রকৃতিবাদীরা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে কোনো গুরুত্বই দেননি। তাঁদের মতে, প্রকৃতির মূল্যবোধ উপলব্ধি করতে হলে ব্যক্তিকে প্রকৃতির সাথে অভিযোজন করে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ, মানুষ প্রকৃতিরই অংশ।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনের মূল বক্তব্য ঃ

* প্রকৃতবাদী শিক্ষাদর্শনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই চূড়ান্ত সত্য। এই শিক্ষায় বিজ্ঞান বহির্ভূত জ্ঞানের কোনো স্থান নেই।

* এই দর্শনে শিক্ষা স্বাভাবিক জীবন বিকাশের একটি প্রক্রিয়া। **রস** বলেন, শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে উৎসাহিত করে। শিক্ষা তখনই সার্থক হয় যখন শিশুর স্বাভাবিক প্রকৃতি, শক্তি ও প্রবণতা সামান্য সহায়তায় স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে।

* **হার্বার্ট স্পেনসার, ফ্রয়েবেল, পেস্তালাৎসি** বিভিন্ন সময়ে তাঁদের শিক্ষাচিন্তায় প্রকৃতিবাদী মতাদর্শের আংশিক প্রয়োগ করেন। তবে, **জিন জ্যাক রুশো** হলেন এই বিষয়ে চরমপন্থী।

পরবর্তীকালে **রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি** প্রমুখ শিক্ষাবিদ শিক্ষায় অকৃত্রিমতা ও প্রকৃতি প্রাণময়তাকে সযত্নে লালন করেছেন।

* প্রকৃতিবাদী শিক্ষার নীতি—Follow Nature। তাই এই মতবাদে শিক্ষা শুধুমাত্র শিশুকেন্দ্রিক নয়, শিশু অভিমুখী।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

বিভিন্ন প্রকৃতিবাদী শিক্ষা দার্শনিকগণ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বিভিন্ন আদর্শের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—

* কোনো কোনো প্রকৃতিবাদী শিক্ষাবিদ মনে করেন, শিক্ষার লক্ষ্য শিশুকে তার আত্ম প্রকাশনায় ও আত্মসংরক্ষণে সহায়তা করা।

* জীবন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনই প্রকৃতিবাদী শিক্ষা।

* শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তির প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, মানসিক গঠন, চাহিদা, রুচি, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মবিকাশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

* মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও সমাজ সংরক্ষণ প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে তেমন স্থান পায়নি। তবে ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার 'পূর্ণ জীবনযাপনকে প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য বলে অভিহিত করেন।' যথা—

* শরীর রক্ষণ * জীবিকা অর্জন * সন্তান প্রতিপালন * সামাজিক দক্ষতা * অবসর যাপনের শিক্ষা।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে শিশুর নৈতিক আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের দিকটি উপেক্ষিত হলেও শিশুর অবস্থানকে শিক্ষা জগতের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম ঃ

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে প্রকৃতিই শিক্ষার বিষয়বস্তু। শিশু তার মনোপ্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা নেবে। **রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শন** এই মতাদর্শেরই রূপকল্প। **রুশো** এই মতবাদের চরম সমর্থক।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে পাঠক্রমকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

এক। প্রাথমিক স্তর (Early stage)।

দুই। পরবর্তী স্তর (Later stage)।

প্রাথমিক স্তর ঃ প্রাথমিক স্তরে ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার (sense-training) কার্যাবলি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এর কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞানলাভের প্রবেশ পথ। অভিজ্ঞতা অর্জনের চাবিকাঠি। ফ্রয়েবল প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য নানা ধরনের 'উপহার এবং হাতের কাজ' (gifts and occupations) পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর **মন্তেসরি** তাঁর প্রবর্তিত স্বয়ংশিক্ষার (auto-education) জন্য **'ডিডাকটিক অ্যাপারেটাস'**-এর ব্যবস্থা দিয়েছেন। এগুলি ইন্দ্রিয় পরিমার্জনের সহায়ক।

পরবর্তী স্তর ঃ প্রাথমিক স্তরের পরবর্তী স্তরে পাঠক্রম সংক্রান্ত দুটি ধারণা লক্ষ করা যায়। প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনের একটি ধারণা অনুযায়ী শিক্ষায় কোনো নির্দিষ্ট পাঠক্রম থাকা ঠিক নয়। পাঠক্রম তৈরি হবে ব্যক্তিশিশুর জীবন অভিজ্ঞতা থেকে। আর তা হবে নমনীয়। এই ধারণায় প্রকৃতির বিচিত্র ও বিপুল সম্পদ শিক্ষার প্রধান উপকরণ।

প্রকৃতির নিয়মে সাক্ষাৎ প্রকৃতির কাছ থেকেই শিশু এই সম্পদ সংক্রান্ত জ্ঞান

আহরণ করবে, আবিষ্কার করবে। পাঠক্রম সংক্রান্ত এই ধারণা চরম প্রকৃতিবাদী রুশো পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

রুশোর পরবর্তী প্রকৃতিবাদী দার্শনিকেরা পাঠক্রমের বিস্তৃতি ঘটান। পাঠক্রম সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ভিন্ন রূপ পেয়েছে। প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনের এই স্তরে ভৌতবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত ও ভাষা, ইতিহাস-ভূগোল-সমাজবিদ্যা, শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা, কৃষিকাজ ও কারুশিল্প, ড্রয়িং—এই সমস্ত বিষয়কেই কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাঠক্রমের এই বিষয়গুলি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যকে প্রতিফলিত করে।

পরিশেষে প্রকৃতিবাদী পাঠক্রম এখন আর প্রকৃতির নিয়মাবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে তা অনেক বিস্তৃত, বাস্তবসম্মত এবং মনোবিজ্ঞানভিত্তিক।

প্রকৃতিবাদ ও শিক্ষার পদ্ধতি ঃ

প্রাচীন পুথিগত ও গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ প্রকৃতিবাদী শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভব। এই শিক্ষাদর্শে শিক্ষণ পদ্ধতি মূলত পর্যবেক্ষণ ও আরোহণমূলক আবিষ্কার (inductive discovery)।

প্রাকৃতিবাদী শিক্ষা পদ্ধতির অপরিহার্য উপাদান হল—

* হাতেকলমে কাজ করে শিক্ষা।
* অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা।
* খেলার ছলে শিক্ষা।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাপদ্ধতি অভিনবত্বের দাবি রাখে—যাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে প্রগতিশীল শিক্ষার প্রসার ঘটেছে।

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শে শিক্ষক ঃ

প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে প্রকৃতিই প্রধান শিক্ষক। এখানে ব্যক্তিশিক্ষকের ভূমিকা পর্যবেক্ষকের এবং সহায়কের। শিশুদের নিয়ে শিক্ষক শিশু উদ্যান রচনা করবেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক কেবল উপকরণ সরবরাহ করবেন। তাঁর কাজ জ্ঞান বিতরণ করা নয়—শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়া যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা।

সামগ্রিকভাবে, প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনে একজন শিক্ষক শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ পথকে প্রশস্ত করবেন এবং শিক্ষায় সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।

উপসংহার ঃ

প্রকৃতিবাদী শিক্ষার পাঠক্রমে শিশুর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে।প্রকৃতিবাদী পাঠক্রম ব্যক্তিকে আত্মসর্বস্ব করে তুলতে পারে। আর কেবল আত্মমুখী শিক্ষা সমাজ-চেতনা ও সমাজকল্যাণের আদর্শের রূপায়ণ ঘটাতে পারে না। এছাড়া, প্রকৃতিবাদী পাঠক্রম সংক্রান্ত ভাবধারায় কিছু কিছু স্ববিরোধ ও অতিরঞ্জন লক্ষ করা যায়। এসব দুর্বলতা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রকৃতবাদী শিক্ষাদর্শন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে এবং পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি রচনায় কোপারনিকান বিপ্লব সংঘটিত করেছে।

প্রকৃতিবাদী দর্শন ভিত্তিক পাঠক্রমে বিজ্ঞান সচেতনতার দিকটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এরই ফলে গড়ে উঠেছে সর্বাধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ও প্রগতিশীল শিক্ষার ভাবধারা।

বস্তুবাদী দর্শন ও পাঠক্রম (Realism & Curriculum) ঃ

যে মতবাদে বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ ব মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে, তাকে বস্তুবাদ বা Realism বলে। কারও জানা বা না-জানার উপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কোনো বস্তু জ্ঞানের বিষয় হতে পারে, কিন্তু সেই বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞানের উপর বা মনের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং, বস্তুবাদে বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। বস্তুবাদ ভাববাদ বিরোধী মতবাদ। কারণ ভাববাদে বস্তুর মন-নিরপেক্ষ বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তায় বিশ্বাস করা হয় না।

বস্তুবাদী দর্শনের মুখ্য বক্তব্য ঃ

বস্তুবাদীরা বহুত্ববাদী। বস্তুবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বজগতের অসংখ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে, এই বিচিত্র জগৎ বাস্তব। বস্তুবাদী দার্শনিকদের মধ্যে **জন লক, হার্বার্ট স্পেনসার, মন্টেগু** প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বস্তুবাদী মতাদর্শে আমাদের চারপাশের জগৎ **নৈর্ব্যক্তিক বাস্তব** (objective reality)। ধারণা বা প্রতিরূপ নয়, বস্তুজগৎই সত্য। এই বাস্তব জগতের জ্ঞান

আমাদের আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান। এই জ্ঞান অর্জনের পথ হল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ **রাসেল, হোয়াইটহেড** প্রমুখ দার্শনিকগণ শুধুমাত্র এই জ্ঞানার্জনের পক্ষপাতী।

* বস্তুবাদীগণ কোনো আদর্শ বা পরম মূল্যবোধে বিশ্বাস করেন না। তাঁর সমকালীন সমাজ জীবন থেকে আবিষ্কারের কথা বলেন। বস্তুবাদীদের মতে মানুষকে মূল্যবোধ ও বস্তুসমন্বিত বহির্জগৎ থেকেই মূল্য আবিষ্কার এবং মূল্ উপলব্ধি করতে হয়।

* বস্তুবাদের সমর্থকদের মতে, জ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানের কোন আন্ত সম্পর্ক নেই। বস্তুবাদীরা বস্তু ও বস্তুজ্ঞানের মধ্যে বাহ্য সম্পর্ককে স্বীকার করেছেন কারণ, তাঁরা মনে করেন, বস্তুজ্ঞান ছাড়াও বস্তুর অস্তিত্ব আছে।

* বাস্তব জগতে বিভিন্ন প্রকার বস্তু আছে বলেই বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান হতে পারে। সব বস্তুরই জ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সত্তা আছে। দার্শনিক **মূর** বলেন, চৈতন তার জ্ঞাতব্য বস্তু থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং, বস্তুবাদীরা মনে করেন, জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বস্তুবিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র।

বস্তুবাদী শিক্ষাদর্শন (Realistic Philosophy of Education) ঃ

ইউরোপে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের শেষের দিকে বস্তুবাদের (Realism আবির্ভাব। এই বিশেষ মতবাদটি শিক্ষার সাম্প্রতিক পদ্ধতি ও পাঠক্রম সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মতবাদটি বাস্তববাদী দর্শন নামেও অভিহিত।

বাস্তববাদের জাগরণের পিছনে আছে বহির্জগৎকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জানার প্রচেষ্টা এবং তা থেকে উদ্ভূত নানা নতুন জ্ঞানরাশি।

ভাববাদের বিপরীত ভাবনা বস্তুবাদ। নবজাগরণ থেকে এর উৎপত্তি ও বিকাশ সমাজে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার জন্য জীবন, প্রাকৃতিক নানান ঘটনাবলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে উদার বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই ছিল বস্তবাদী দর্শনের মূল লক্ষ্য। এগুলি শিক্ষার লক্ষ্যের অন্তর্গত।

Erasmus, Rabelais প্রমুখের মতে, বস্তুবাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানবজীবন প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার মধ্যে দিয়ে মানুষ তার জীবনকে জানতে পারে।

* সামাজিক বাস্তববাদ নামে অভিহিত এই মতবাদটির লক্ষ্য ছিল বিদ্যার্থীকে

এই পৃথিবীর একজন যোগ্য মানুষ রূপে গড়ে তোলা। আর সংবেদনভিত্তিক বস্তুবাদে জ্ঞান সংগ্রহকারী ইন্দ্রিয়গুলির উপর সবিশেষ গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ বহির্জগৎ, বস্তু, প্রকৃতি ইত্যাদির সংবেদন প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জ্ঞান সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে। বোধভিত্তিক এই বস্তুবাদ শিক্ষাজগতে এবং বিশ্ব সংস্কৃতিতে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার সূচনা করেছে।

বস্তুবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Realism & Aims of Education) :

বস্তুবাদী মতাদর্শে শিক্ষার লক্ষ্য হল বিদ্যার্থীকে মানবসমাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও বোধের বিকাশে সহায়তা করা। মানব স্বরূপ, চাহিদা এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে সহায়তা করা।

* শিক্ষা সেই সকল নৈপুণ্য ও জ্ঞানরাশি ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবে যা সমাজে তার সুখী জীবনের জন্য প্রয়োজন।

* শিক্ষার লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা—কলাবিদ্যা ও শিল্প বিদ্যায় নিপুণ মানুষ।

* বস্তুবাদের মুখ্য বিষয় হল শিশুকে তার সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা করা।

জ্ঞানার্জন বা 'acquisition of knowledge' —বস্তুবাদী শিক্ষাদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

বস্তুবাদী শিক্ষাদর্শনের অন্যান্য উদ্দেশ্য হল—চরিত্র গঠন এবং বৃত্তিগত দক্ষতা অর্জন (development of character and vocational efficiency)।

বস্তুবাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম (Realism & Curriculum) :

বস্তুবাদী শিক্ষাদার্শনিক সংকীর্ণ পুথিগত বিমূর্ত শিক্ষার পাঠক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বাস্তব জীবনে সকল দিকের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম রচনা করার কথা বলেন।

বস্তুবাদী শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী পাঠক্রম হল কাঙ্ক্ষিত আদর্শ গঠন বা 'Forming desriable habits'. বিষয়বস্তুর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে এই অভ্যাসগুলি গঠিত হবে।

* বস্তুবাদীগণ বহুমুখী শিক্ষাক্রমের (Diversified courses) পক্ষপাতী, কিন্তু কোর্সগুলি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে।

* বস্তুবাদী পাঠক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। তাছাড়া ব্যাবহারিক কলাবিদ্যাকেও (Practical Arts) পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

* বস্তুবাদী পাঠক্রমে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণের উপর অধিক জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ বৃত্তিগত দক্ষতা ব্যাবহারিক লক্ষ্য অর্জনে (Utilitarian purposes) ব্যবহৃত হয়।

* বস্তুবাদীগণ প্রাথমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষা, আর পরবর্তী স্তরে বিশেষায়িত শিক্ষার পক্ষপাতী। তাছাড়া বস্তুবাদী শিক্ষাক্রমে পাঠক্রমকে বৃত্তিশিক্ষামূলক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

* এই দর্শন বস্তুজগতের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। তাই বর্তমান জগতের সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য যে ধরনের জ্ঞান, কর্ম বা দক্ষতার প্রয়োজন সেই ধরনের বিষয়বস্তু পাঠক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। যেমন—প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি।

বস্তুবাদ ও শিক্ষা পদ্ধতি (Realism & Method of Education) :

শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে বস্তুবাদীগণ লেকচার, আলোচনা ও সিমপোজিয়া ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত করেন। তাঁরা সক্রেটিক প্রশ্ন, প্রতি-প্রশ্নোত্তর শিখন পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতী। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে স্মৃতিচর্চার প্রতি বস্তুবাদীদের কোনো আপত্তি দেখা যায় না।

বস্তুবাদী শিক্ষাদর্শনে সকল জ্ঞানের প্রবেশদ্বার (gateways of knowledge) হল ইন্দ্রিয়।

বস্তুবাদী শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Teacher in Realistic education) :

বস্তুবাদী দর্শনে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক—আমাদের চেতনা ও অস্তিত্ব নিরপেক্ষ। আমরা শুধু তা আবিষ্কার করছি। শিক্ষকের ভূমিকা পথপ্রদর্শকের।

বস্তুবাদী শিক্ষার উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির নিয়মগুলি জানা এবং উদ্‌ঘাটন করা। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চালিত করা। একাজে শিক্ষকই প্রধান সহায়ক। শিক্ষক বিদ্যার্থীর চারপাশের জগৎ ও জীবনের সমস্যা তাদের সামনে তুলে ধরবেন। জীবনের কঠোর বাস্তবকে জানতে ও সমস্যা সমাধানে পথ দেখাবেন। এই শিক্ষা শিক্ষককেন্দ্রিক।

উপসংহার ঃ

নবজাগরণের ফসল বস্তুবাদ। তাই, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল বস্তুবাদী দর্শনে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কিত নানান বিষয় সংক্রান্ত নতুন পাঠক্রম। 'প্রকৃত মানুষ' গড়ে তোলার শিক্ষা আন্দোলনে নতুন পাঠক্রম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

শিক্ষা যে পুথি পড়া নয়, পদ্ধতি যান্ত্রিক মুখস্থবিদ্যা মাত্র নয়—এ ঘোষণা পরবর্তী শিক্ষা আন্দোলনে নতুন পটভূমি রচনা করেছে।

মার্কসবাদী দর্শন ও পাঠক্রম (Marxian Philosophy & Curriculum) ঃ

মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর মধ্যেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান। দ্বান্দ্বিকতার অর্থ হল—দুটি বিরোধী শক্তির মধ্যে অনবরত সংঘাত ও মিলনের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রতিটি বিষয়ের চরিত্র প্রকাশ পায়। মার্কসীয় দর্শনে অস্তিত্ব সংক্রান্ত দ্বান্দ্বিক বিচারকে সার্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

মার্কসের মতাদর্শে মনের ভাবনা বস্তুজগৎকে সৃষ্টি করে না। বস্তু জগতের প্রকৃত রূপটি মনের মধ্যে প্রতিফলিত হলেই তা ধারণায় রূপ পায়। লেনিন বলেছেন, বস্তুর মধ্যে অবস্থিত প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের আলোচনাই হল দ্বান্দ্বিকতা। সহজ কথায়, বস্তুই আসল, চেতনা বস্তুরই প্রতিফলন।

মার্কসবাদী দর্শনের মূলতত্ত্ব (Main tenets of Marxism) ঃ

* মার্কসবাদ বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনের দর্শন, সমাজ গঠনের ইতিহাস, শ্রেণিদ্বন্দ্বের ইতিহাস।

* মার্কসীয় দর্শন জীবনের বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাস করে। এটি যান্ত্রিক বস্তুবাদ নয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

মার্কসবাদের কেন্দ্রস্থলে মানুষের অবস্থান। প্রতিটি ব্যক্তিই সমাজের সম্পদ। এই মতাদর্শের প্রধান লক্ষ্য শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত মানবসমাজ গঠন।

* উৎপাদনের নিরিখেই মানুষের নির্যাস (essence) ব্যাখ্যা করতে হবে। সমাজ বা রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য গঠিত—গুটিকতক মানুষের জন্য নয়।

* কোথাও কিছু থেমে নেই। নিত্য নতুন পটভূমি বদলাচ্ছে। নতুন পটভূমি তৈরি হচ্ছে।

* মার্কসীয় মতাদর্শে ব্যক্তিকে উৎপাদনশীল সক্রিয় পরিবর্তনশীল এবং সৃজনশীল সামাজিক মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

* সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে সকল মানুষ তার যোগ্য মর্যাদা পাবে। জীবনজয়ের পথে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব জয়ী হবে।

মার্কসীয় শিক্ষাদর্শন (Marxian philosophy of Education) :

মার্কসীয় মতাদর্শে সমাজের উৎপাদনী কার্যকলাপ নীচু স্তর থেকে ক্রমশ উঁচু স্তরে বিকাশলাভ করে। তাই প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানও নীচু স্তর থেকে বৃদ্ধি পায়। তাই জ্ঞানের বিষয়টি সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। শিক্ষাকে যদি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম রূপে গড়ে তুলতে হয়, তবে অবশ্যই তাকে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

কিন্তু, এই জ্ঞান কোথা থেকে আসে? মার্কসবাদী দর্শনে মানুষের জ্ঞান আসে 'সামাজিক অনুশীলন' (Social practice) থেকে। সামাজিক অনুশীলন বলতে বোঝায় সমাজের উৎপাদন সংগ্রাম, শ্রেণিসংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা। এই তিনটি অনুশীলন থেকেই মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা আসে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে জ্ঞান অনুশীলন থেকে আলাদা নয়। লেনিন বলেন, তত্ত্বগত জ্ঞান থেকে অনুশীলন উচ্চতর, কারণ, তার যে কেবল সর্বজনীনতা গুণই আছে তাই নয়, তাতে আছে আশু বাস্তবতার গুণও। তাই মার্কসীয় শিক্ষাদর্শনে অনুশীলন ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রথম ও প্রধান।

মার্কসবাদী শিক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Marxian Education) :

* প্রতিটি ব্যক্তিকে সমাজে তার অবস্থান, ভূমিকা, তার বঞ্চনা ও নিপীড়ন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

* মার্কসবাদী শিক্ষার উদ্দেশ্য সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামী করে গড়ে তোলা। সচেতন করে গড়ে তোলা।

* মার্কসীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে নানান কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে সমাজমনস্ক করে গড়ে তোলা। বিদ্যার্থীকে বিশ্বনাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন করে তোলা এ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

* মার্কসবাদী শিক্ষাতত্ত্বে শ্রমই শিক্ষার লক্ষ্য। তা কখনোই পুথিকেন্দ্রিক বা তাত্ত্বিক হবে না। শিক্ষা সবসময়ই অভিজ্ঞতা ভিত্তিক, কর্মকেন্দ্রিক ও জীবনমুখী হবে।

* মার্কসীয় শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য শিশুকে উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল মানুষ রূপে গড়ে তোলা। শারীরিক ও মানসিকভাবে দক্ষ করে তোলা।

* সর্বোপরি জাতীয় কালচার, ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর উদ্দেশ্য শিক্ষাচিন্তাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়াই মার্কসবাদী শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি করে শ্রেণিহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা।

মার্কসবাদী দর্শন ও পাঠক্রম (Marxian Philosophy & Curriculum) :

মার্কসীয় শিক্ষা দর্শনের লক্ষ্যকে অনুসরণ করেই মার্কসীয় শিক্ষার পাঠক্রম রচনা করা হয়েছে।

* মার্কসীয় শিক্ষা পাঠক্রমে বিজ্ঞানের নীতিসংক্রান্ত জ্ঞানতত্ত্ব এবং কারিগরি শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ব্যাবহারিক শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হল বিদ্যার্থীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা। কারণ, উৎপাদনশীল কাজের সঙ্গে শিক্ষা জড়িত। এই মতবাদে শ্রমই শিক্ষার বিষয়বস্তু।

* রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy), রাজনৈতিক শিক্ষা ও নন্দনতত্ত্ব মার্কসবাদী শিক্ষা পাঠক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ।

মার্কসবাদী শিক্ষাক্রমে অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহকে জীবনের শুরু থেকেই শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে।

* বিদ্যালয় শিক্ষার প্রথম দশ বছর ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জীববিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি মার্কসীয় শিক্ষার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

* মার্কসীয় শিক্ষা পাঠক্রমে মানবিক, কলাধর্মী ও নান্দনিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

* মার্কসীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় ব্যক্তির বিনোদনমূলক ও কলাভিত্তিক শিক্ষার উপাদান ও ব্যবস্থা থাকবে। এই বিনোদনমূলক ও শৈল্পিক কাজকর্ম ব্যক্তির বিরক্তি ও অবসাদ দূর করবে। সৃজনশক্তিকে উজ্জীবিত করবে।

* মার্কসবাদী পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত খেলাধুলা, অভিনয় ও সংগীত ইত্যাদি বিষয়গুলি সহযোগিতামূলক হবে। প্রতিযোগিতামূলক হবে না।

মার্কসীয় শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষাপদ্ধতি (Marxism and Method of Education) :

মার্কসবাদী শিক্ষাদর্শনে শ্রমই শিক্ষার মুখ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মূলকথা হল বিদ্যার্থী মৌলিক ও প্রাথমিক আগ্রহ, প্রবণতা, রুচি অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিখনপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে।

* মার্কসীয় শিক্ষাপদ্ধতি শুধু তথ্য বা সংবাদ বিতরণ মাত্র নয়। এই পদ্ধতিতে বিদ্যার্থীর কর্মপ্রচেষ্টা ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতা ব্যবহারে সহায়তা করতে হবে।

* শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁরা তাদের উৎসাহ দেবেন ও সম্মিলিতভাবে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হবেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে ঘনিষ্ঠ।

* শিক্ষণপদ্ধতি হবে বৈজ্ঞানিক। মার্কসীয় শিক্ষাদর্শনে সত্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা। আর দৃষ্টিভঙ্গি হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

উপসংহার :

মার্কসবাদে শিক্ষা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য, পাঠক্রম ও পদ্ধতি নির্ধারণে আঞ্চলিক দাবির কোনো স্থান থাকে না। নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, নতুন পাঠক্রম রচনা, পদ্ধতির আবিষ্কার ও প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষকদের তেমন কিছু করার থাকে না। তাছাড়া, প্রতিযোগিতার উপর মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তাই শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ কম। এসব সীমাবদ্ধতা এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে মার্কসীয় শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা পাঠক্রম যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী। সর্বোপরি মার্কসবাদী পাঠক্রম উৎপাদনধর্মী ও পদ্ধতি বিদ্যার্থীকেন্দ্রিক। আর এটি বর্তমান শিক্ষার মূল কথা।

প্রয়োগবাদ ও পাঠক্রম (Pragmatism & Curriculum) ঃ

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ ও বিস্তারের ফলশ্রুতি প্রয়োগবাদ। এই দর্শনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ বস্তুগত প্রয়োজনবোধের প্রতি মানব সমাজের বর্ধিত আগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার। সমকালীন মনোভাব, জীবন দর্শন ও সাধারণ প্রত্যাশা প্রয়োগবাদে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রয়োগবাদী মতাদর্শে, শিক্ষা জীবনের অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষা শিশুকে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবেশের সাথে অভিযোজনে সক্ষম করে তোলে। গণতান্ত্রিক সমাজের একজন সক্রিয় সদস্যরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

জন ডিউই এই দর্শনের প্রধান প্রবক্তা। Education and Democracy এবং Experience and education গ্রন্থ দুটিতে ডিউই বিশেষভাবে শিক্ষা দর্শনকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই দর্শন কখনও **'যন্ত্রবাদ'** (Instrumentalism) এবং কখনও **'পরীক্ষাবাদ'** (Experimentalism) নামে পরিচিত।

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন (Pragmatic Philosophy of Education) ঃ

হোয়াইটহেডের মতো ডিউইও ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ডিউইর মতে প্রয়োগবাদী শিক্ষা হল—

* বর্তমান অবস্থা থেকে উদ্ভূত, নতুন সব উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দ্রুত বিকাশ।

* নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতা বা ধারণা। প্রয়োগবাদী মতাদর্শে, যা যাচাইযোগ্য, যা কার্যকর, তাই সত্য। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত বস্তু ও নীতিসমূহ সত্য। মূলকথা উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা।

* শিক্ষক সত্য বা জ্ঞান শিশুকে হাতে তুলে দিতে পারেন না। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত সমস্যা সমাধানের মধ্যে দিয়ে শিশু নিজেই সত্য আবিষ্কার করে নেবে।

* আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য শিশুকে মুক্ত করে দিতে হবে (Liberate the child to pursue activities of his / her choice)।

প্রয়োগবাদ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Pragmatism & Aims of Education) ঃ

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনে শিশু মুক্তির ধারণাটি সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এর নিহিত অর্থ শিক্ষায় যে স্বাধীনতার কথা বলা হয় তা শুধুমাত্র আত্মশৃঙ্খলায় সম্ভব। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলায় তা সম্ভব নয়।

প্রয়োগবাদী শিক্ষার মূল ধারণাগুলি হল বহুত্ববাদ, উপযোগিতাবাদ, পরিবর্তন, সমাজ এবং পরীক্ষাবাদ ইত্যাদি। এর সাথে অবশ্যই যুক্ত থাকবে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণ।

আসলে প্রয়োগবাদী মতে, চিন্তন বা ধারণা আমাদের কর্মপরিকল্পনার বাহক। প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শে পাঠক্রম স্থির ও চিরন্তন নয়—পরীক্ষা দ্বারা যা ফলদায়ক বলে প্রমাণিত তাই সত্য। এটি ডিউইর instrumentalism।

প্রয়োগবাদী শিক্ষার নমনীয়তার অর্থ, শিক্ষার লক্ষ্য চিরকালের জন্য সত্য নাও হতে পারে, তা দিগন্ত রেখার মতো সরে সরে যাবে। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ শিক্ষার মূল ফলশ্রুতি। শিক্ষার লক্ষ্য আরও শিক্ষা। প্র্যাগমাটিস্টরা বলেন, শিক্ষার কোনো পরম লক্ষ্য নেই।

এঁদের মতাদর্শে শিক্ষার লক্ষ্য বহুবিধ, কারণ মানুষকে সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে হয়।

শিক্ষার এই লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখেই প্রয়োগবাদী পাঠক্রম রচিত হয়েছে। পাঠক্রম পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু নিয়ে সংগঠিত। সাধারণত এর কোনো স্থির উদ্দেশ্য থাকে না।

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন ও পাঠক্রম (Pragmatic Philosophy & Curriculum) ঃ

অভিজ্ঞতা ও প্রবণতার সংগঠিত রূপ (Organization of Experience & Proclivities) ঃ প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন শিক্ষার সুনির্দিষ্ট (rigid) গতানুগতিক ধাঁচের পাঠক্রমের পক্ষপাতী নয়, যেখানে জ্ঞানকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা হয়। প্রয়োগবাদী পাঠক্রমে জ্ঞানের বস্তুকে অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করা হয় না।

পাঠক্রমে অবশ্যই যুক্তিসম্মত এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে নিশ্চিত সংযোগ থাকবে। প্রয়োগবাদীরা বলেন—পাঠক্রমের বিষয়বস্তু বিদ্যার্থীর জীবন অভিজ্ঞতা ও প্রবণতার নিরিখে সংগঠিত করতে হবে। **ডিউই** বলেন, শিশু ও পাঠক্রম একই প্রক্রিয়ার দুটি প্রান্ত। '...the child and the curriculum are simply two limits which define a single process.'

* সর্বার্থসাধক পাঠক্রম (Diversified Curriculum) ঃ

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন পাঠক্রমের সংকীর্ণ বিষয় সংক্রান্ত বিশেষীভবনের পক্ষপাতী নয়। এখানে সর্বার্থসাধক পাঠক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রয়োগবাদী পাঠক্রমে অপ্রচলিত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন—হাইজিন, গার্হস্থ্য বিদ্যা, অর্থনীতি, পিস স্টাডিস, জীবনশৈলী শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া, সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিদ্যার্থী কিছু বিশেষায়িত ক্ষেত্রের চর্চা করতে পারে। তবে এই চর্চা শিক্ষা সমস্যার অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে অনুবন্ধ রচনা করে অনুশীলন করাই যুক্তিযুক্ত।

উপযোগিতার নীতি (Principle of Utility) ঃ

প্রয়োগবাদী পাঠক্রমের উপযোগিতার নীতির অর্থ হল, পাঠক্রম অবশ্যই মানব চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাবে। আর ভবিষ্যৎ জীবন পরিক্রমায় বিদ্যার্থীকে সমর্থ করে তুলবে। তাই প্রয়োগবাদী পাঠক্রমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষিবিদ্যা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ইতিহাস পরিচিতি, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর আগ্রহ অনুযায়ী নান্দনিক অভিজ্ঞতাও পাঠক্রমে স্থান পাবে।

আগ্রহ তত্ত্ব (Theory of Interest) ঃ ডিউই ব্যক্তি বৈষম্যের তত্ত্বে পরম বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে, বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব পার্থিব অস্তিত্ব মাত্রেরই মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দেহ, মন, শক্তি, রুচি সব দিক দিয়ে স্বতন্ত্র। অতএব ব্যক্তিগত বৈষম্যকে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করতে হবে।

প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Direct Practical Expriences)ঃ

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন পাঠক্রমে জ্ঞানার্জনের জন্য অভিজ্ঞতার গৌণ উৎসের (secondary sources) উপর নির্ভর করার পক্ষপাতী নয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত তথ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ ও ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে যতদূর সম্ভব পরিপূরণ করতে হবে। এই অনুশীলনের অর্থ হল বিষয়বস্তুকে অবশ্যই সমন্বিত হতে হবে। আর তা কখনোই নির্দিষ্ট (fixed) হতে পারে না।

সহজ কথায়, ব্যাবহারিক বৃত্তিমূলক জ্ঞান এবং উপযোগিতামূলক দক্ষতা (Practical knowledge and useful skill) অর্জনকারী বিষয়সমূহ প্রয়োগবাদী কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সক্রিয়তার নীতি (Activity Principle) ঃ

প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনে সক্রিয়তাই শিক্ষার গতিপ্রবাহের প্রাণস্বরূপ। সক্রিয়তা ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই পাঠক্রম বিকশিত হবে, সেই পাঠক্রমের কথাই প্রয়োগবাদীরা বলেন। শুধুমাত্র পুথি, তথ্য এবং তত্ত্বকথার মধ্যে পাঠক্রম সীমাবদ্ধ থাকবে না।

এজন্য বিদ্যালয়ের বাইরের যে জীবনপ্রবাহ জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সেই কর্মকাণ্ডের সদৃশ পরীক্ষানিরীক্ষামূলক কর্মপ্রবাহ বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রয়োগবাদী পাঠক্রম এবং পদ্ধতি (Pragmatic Curriculum & Method)ঃ

প্রয়োগবাদী শিক্ষাপদ্ধতির অভিমুখ 'child-in-society' ও তার কার্যক্রমের দিকে। এই পদ্ধতির মূলকথা বিদ্যার্থীরা সৃজনমূলক ও উৎপাদনশীল প্রকল্প নির্মাণ করতে শিখবে। প্রকল্প পদ্ধতি বা সমস্যাসমাধান পদ্ধতি প্রয়োগবাদী পাঠক্রমে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

* প্রকল্প কোনো তত্ত্ব নয়—একটি কাজ, একটি সমস্যা। তাই প্রয়োগবাদী শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকল্প বা সমস্যা পদ্ধতি নামে অভিহিত। বিদ্যার্থী পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্ব বা তথ্য মুখস্থ করে শিখবে না, বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজ করে শিখবে।

* বিদ্যার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে অনুসন্ধান করবে। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। যেমন—গ্রন্থাগার, ভ্রমণ, মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধান (Field trips) ইত্যাদি। এমনকি গতানুগতিক জ্ঞানচর্চার শাখাগুলির অনুশীলন থেকেও রুপালি আলোর সন্ধান করবে।

সবশেষে, প্রয়োগবাদী পাঠক্রমে বিদ্যার্থীকে আত্মবিকাশ ও আত্ম মূল্যায়নে উৎসাহিত করা হয়। শিখন শুধু জানা নয়, **কাজের মাধ্যমেও শেখা** (Learning

by doing not only in knowing)। বিদ্যার্থীরা পুনরাবৃত্তি নয়, নতুন কিছু আবিষ্কারে গুরুত্ব দেবে। তাই প্রয়োগবাদী পাঠক্রমে তত্ত্ব ও অনুশীলন উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োগবাদী পাঠক্রম ও শিক্ষক (Pragmatic Curriculum & the Teacher)ঃ

প্রয়োগবাদী পাঠক্রম প্রয়োগে শিক্ষক নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষক সহায়ক এবং পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা রূপে বন্ধনমুক্ত সমাজ পরিবেশে বিদ্যার্থীকে উদ্দেশ্যমুখী আত্মকর্মে নিয়োজিত করতে উৎসাহিত করেন। প্রয়োগবাদী শিক্ষক বিদ্যার্থীর গুণাবলির বিকাশ এবং সমাজের প্রয়োজনীয় অভ্যাস গঠনে সহায়তা করবেন।

তাই, শিক্ষক এমন পাঠক্রম প্রয়োগ করবেন যা সতত পরিবর্তনশীল।

সবশেষে, শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, 'the process of learning is more important than what is actually learnt by the child'.

সক্রেটিসের মতো প্রয়োগরাদী শিক্ষক চান তার শিক্ষার্থীরা চিন্তা করবে, নিজেরা কাজ করবে। যান্ত্রিক নয়, অর্থবহ কাজ—এটি সম্পন্ন করতে যুক্তি, কল্পনা, মূল্যায়ন,গণনা ইত্যাদি ব্যবহার করবে। স্বভাবতই বিদ্যার্থী সামাজিক ভাবে দক্ষ হয়ে উঠবে। জানার চেয়ে আবিষ্কারে মনোনিবেশ করবে। আর তাহলেই প্রয়োগবাদী পাঠক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।